সংবাদ

তারিখ 27 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে বন্ধ সরকারি কলেজের ক্লাস। রাজধানীর একটি সরকারি কলেজের ছবি

সরকারি কলেজে

শিক্ষক ধর্মঘটে স্থবির শিক্ষা কার্যক্রম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা স্থগিত করেছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বিসিএস শিক্ষা সমিতির কর্মবিরতির আন্দোলনে অচল হয়ে পড়েছে দেশের সব সরকারি কলেজ। স্থবির হয়ে পড়েছে সব শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রম। এই কর্মসূচির কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে তাদের দু'দিনের সব পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে।

কর্মসূচির প্রথম দিন গতকাল দেশের সব সরকারি কলেজের শিক্ষকই কর্মবিরতি পালন করেন। আজও এই কর্মসূচি (কর্মবিরতি) পালন করবেন তারা। জাতীয়করণ করা কলেজের শিক্ষকদের ক্যাডারভুক্ত না করা এবং জাতীয়করণ শিক্ষকদের নতুন নিয়োগ বিধিমালা তৈরি ও প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নের দাবিতে দু'দিনের টানা কর্মবিরতি পালন করছেন সরকারি কলেজের শিক্ষকরা। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষক-কর্মকর্তা।

'নো বিসিএস নো ক্যাডার'- এই দাবি না মানলে আগামী ৬, ৭ ও ৮ জানুয়ারিও তারা কর্মবিরতিতে থাকবেন। এই কর্মসূচির পরও যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি বাস্তবায়নের উদ্যোগ না নেয় তাহলে আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা। তারা বলেন, ক্যাডারবহির্ভূত রেখেই জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের সরকারি চাকরিতে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রয়েছে। তাই কোনোভাবেই তাদের ক্যাডারভুক্তির সুযোগ নেই।

শিক্ষকদের এই কর্মসূচির কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গতকাল ও আজকের সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এতে তীব্র সেশনজটের কবলে পড়তে পারে শিক্ষার্থীরা। কারণ সরকারি কলেজের শিক্ষকরা কর্মবিরতিতে থাকলেও অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানকারী সব বেসরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদেরও এর খেসারত দিতে হচ্ছে। এই ধরনের বেসরকারি কলেজ রয়েছে প্রায় ২০০।

জানা গেছে, বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৫১৬টি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স পাঠদান করা হয়। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রাজধানীর আটটি সরকারি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স পাঠদান করা হয়। কিন্তু বিসিএস শিক্ষা সমিতির আন্দোলনের কারণে সব কলেজের কার্যক্রমই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রথমদিন শিক্ষকদের এ কর্মসূচি পালনের কারণে সরকারি কলেজ খোলা থাকলেও পাঠদান, ক্লাস পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। নিজ নিজ কলেজের সামনে শিক্ষকরা সারিবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসহ শিক্ষা ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত সব প্রতিষ্ঠান শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১